এলোমেলো ভাবনাগুলো-১

হাবিব আজাদ

জন কেরীর পরাজয়। বিশ্বের মানবপ্রেমী শুভশক্তির পরাজয়। বুশের বিজয়। অশুভ মৌলবাদী শক্তির বিজয়। শান্তির দুনিয়া তস্করের বিজয় রথের মাতাল অশ্বের পদতলে ছিন্নভিন্ন হবে। নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে এমনিতেই বাংলাদেশ সরকারের লেজেগোবরে অবস্থা। লর্ড ক্লাইভের হাত ধরে মীরজাফর যেমনি বাংলার মসনদে বসেছিলেন। তেমনি বিশ্বষড়যন্ত্রের হাত ধরে খালেদা-নিজামী জোট সরকারও ২০০১-এ বাংলাদেশের ক্ষমতার মসনদে বসেছে। তাই বাংলাদেশের আম জনতার কাছে কেরীর পরাজয় একটি দারুণ দু:সংবাদ। তবে ক্ষমতাসীন জোট সরকারও বুশের বিজয়ে বগল বাঁজাতে পারবে বলে মনে হয় না।

রাষ্ট্রদুত হ্যারি কে টমাস জুনিয়রের ভাষ্যানুযায়ী বাংলাদেশে মার্কিন নীতির কোন পরিবর্তন হবে না। এ সংবাদ সরকারের জন্য স্বস্থিদায়ক হলেও সরকারের ছোট শরিকের গোপন মৌলবাদী তৎপরতায় হ্যারি কে, টমাসের হস্ত ক্ষেপ অর্থাৎ মার্কিন হস্তক্ষেপের আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে বাংলাদেশের গণতন্ত্র মনস্ক বাম প্রগতিশীল ও সুশীল সমাজের কাছে বুশের বিজয় কোন আশাবহ বার্তা নিয়ে আসে নাই। এটা শুধু বাংলাদেশেই নয়। পাকিস্তান ও ভারতের বেলায় ও এ উক্তি কমবেশী প্রযোজ্য।

আমাদের এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে,পাকিস্তান - ভারত- বাংলাদেশের ৭৬% লোক কেরীর পক্ষালম্বন করে ছিলেন। কেরীর প্রচারাভিযানের এশিয়া উইংয়ের উপদেষ্টা ছিলেন আমাদের সুহৃদ ড. এ-কে আব্দুল মোমেন। সে হিসাবে দেখতে গেলে এশিয়ান ও মুসলিম আমেরিকানদের বৃহদাংশই ছিলেন কেরীর সমর্থক। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কেরীর ভরাডুবি আমেরিকান মাইনরিটির উপর কি প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে ও বিস্তর জল্পনা-কল্পনা চলছে নিশ্চয়ই।

আমাদের দৈশিক পরিমন্ডলে আমেরিকান প্রভাব আমাদের কাছে যতটা গুরুত্বপুর্ণ অন্যদের কাছে কিন্তু ততটা নয়। যেমন পাকিস্তানের কাছে আমেরিকান নির্বাচন শুধু রাষ্ট্রীয় বা সরকারী পর্যায়েই তোলপাড় তুলেনি। পাকিস্তানীদের ব্যক্তিজীবনেও এর প্রভাব আছে। ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে পারভেজ মোশাররফ যে সুণিপুন পিংপিং খেলা খেলছেন তা থেকে অনেক ঝানু পেয়ারকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। সময় হলে তাকে লাইম লাইটে আনছেন, সময় মত তাকে আফগানিস্তানের দুর্গম পাহাড়ি বন্দরে ভেনিস করে দিচ্ছেন। আবার সময়ের ডাকে তাকে মৃত ঘোষণা করে কিছুক্ষণ ব্রেক দিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছেন। এ খেলায় প্রকৃত বন্ধুর মতই বুশ সাহেব পারভেজ মুশাররফকে সব রকমের মদত দিয়ে যাচেছন।

ভারতের জনগণ বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের জনগণ অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে ছিলেন কেরী সাহেবকে। কমিউনিষ্ট প্রভাবিত ও সমর্থিত কংগ্রেস সরকার সতর্কতার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সময়মত বুশ সাহেবকে সমর্থন দিয়েছেন। যদিও তাদের অবস্থা শ্যাম রাখি না কুল রাখির মত। তবে ভারতীয়রা মাছও ধরছে আবার পানিতেও ভিজছে না। মার্কিন নীতির সাথে তাল রেখে নটবর সিং প্রতিযোগীতামুলক নয়, সামঞ্জস্যপুর্ণ খেলা খেলে যাচ্ছেন। এ খেলার তারিফ করতে হয়।

এতো গেল পাকভারত উপমহাদেশীয় একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। সদ্য সমাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এই ফলাফল কি অপ্রত্যাশিত ছিল? আমাদের মত এশিয়ানদের কাছে হয়তো অপ্রত্যাশিত কিন্তু আমেরিকানদের কাছে নিশ্চয়ই নয়। কারণ জাতিগতভাবে আমেরিকানরা শক্তের ভক্ত নরমের যম। তাদের চাই **Strong Leadership** এবং সেই **Strong Leadership** কেরীর চেয়ে বুশই ভাল দিতে পারবে। বিশ্বে আমেরিকানরা নিজেদের সুপার পাওয়ার মনে করে। এবং সুপার পাওয়ারের উচ্চাকাঙ্খা কেরীর চেয়ে বুশই বেশী বেশী জাগিয়ে দিয়েছে প্রযুক্তি পারদশী অর্ধশিক্ষিত আমেরিকানদের মনের মধ্যে। আমেরিকানরা কতটুকু ধর্মভীরু গা গবেষণার বিষয়। তবে কট্টর ক্রিশ্চিয়ান মৌলবাদীর সংখ্যা নেহাতই অল্প নয়।

নাইনথ এলেভেনের পর বুশ ক্রুশেডের ডাক দিয়ে ছিলেন। টেকনিক্যাল কারণে পরে তিনি আর ক্রুশেড শব্দটি উচ্চারণ করেন নি। তবে তার মনের সুপ্ত বাসনা যে, ক্রুশেড ঘিরে তা নতুন করে বুঝানোর প্রয়োজন নেই। ইরাকে মার্কিন নীতির কোন পরিবর্তন হবে না এ কথা বুশ বার বার বলছেন। কেরীও ইরাকে মার্কিন নীতি পরিবর্তনের কোন আভাস দেন নি। তবে তিনি ওয়েল ম্যানেজের কথা বার বার বলছিলেন। সে ক্ষেত্রে বুশের বিজয়ের ফলে যে ব্রুট ম্যানেজ হবে তা বলাই বাহুল্য।

ফিলিস্তিনে বুশের পররাষ্ট্র নীতির কোন পরিবর্তন হবে না। ইয়াসীর আরাফাত বিহীন ফিলিস্তিনীদের এখন নেতৃত্বহীনতা বড় প্রকট। এমতাবস্থায় তাদের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সুদুর পরাহত হয়ে বসেছে। মধ্যপ্রাচ্যের শুভ

শক্তির উত্থানের আশু কোন সম্ভাবনা নাই। সন্ত্রাসী অশুভ শক্তির জয়জয়কারই ধ্বণিত হবে আগামী চারটি বছর। আমেরিকার অভ্যন্তরে এশিয়ান ও মুসলিমদের কেরীকে সমর্থন করার কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে হেয় হওয়ার আশংকা অনেকেই করে থাকেন। তবে আমার তা মনে হয় না। এবারের নির্বাচনে ছোট হলেও মুসলিম মাইনরিটিও এশিয়ানরা সংঘবদ্ধ শক্তি হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এই শক্তি যদি সম্মিলিতভাবে আরো ঐক্যবদ্ধ হতে পারে তবে তা আগামী ইলেকশানে ব্যাপক না হলেও উলেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। সেই হিসাবে বুশ প্রশাসন এই মাইনরিটি শক্তিকে সহজে চটাবে না। চাই টি দলে টানার জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতেও পারে।

এ আলোচনায় কিছু আদর্শিক প্রশ্ন থেকে যায়। আব্রাহাম লিংকনের গনতান্ত্রিক মানবতাবাদী আদর্শ স্থান করে নিয়েছে প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ইমেজের মধ্যে। যে আদর্শ ধারণ করেছে ডেমোক্রেটরা। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর সুপার পাওয়ারের নেশা ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে আমেরিকানদের সারা বিশ্বময়। এ নেশা আদর্শিক ভিত্তি পেয়েছে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ইমেজের মধ্যে। যাকে ধারণ করেছে রিপাবলিকানরা। প্রেসিডেন্ট বুশের আদর্শিক মডেল হলেন **Strong Leadership** এর উদগাতা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং জনকেরীর আদর্শিক মডেল হলেন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডী। যিনি শত প্ররোচনাতেও তাঁর শাসনামলে কিউবা আক্রমন করেন নি। একদিকে শক্তি নয় ভালবাসা দিয়ে বিশ্বজয়ের নেশা অন্যদিকে ভালবাসা নয় শক্তি দিয়ে বিশ্বজয়ের নেশা। দু'টি বিপরীতধর্মী হলেও উদ্দেশ্য এক। বিশ্ব শাসন করা। বুশের ২য়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ফলে শক্তি দিয়ে বিশ্ব শাসনের কর্মপদ্ধতিই কাজে লাগবে। এর মাসুল গুণতে এখন থেকেই বিশ্ববাসীকে প্রস্তুত হতে হবে।

জেদ্দা
০৫নভেম্বর '০৪